Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

# নারী শিক্ষায় ইসলামের অবদান ও চ্যালেঞ্জ


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নুসরাত জাহান নেহা

রোলঃ 23090120312


২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

# নারী শিক্ষায় ইসলামের অবদান ও চ্যালেঞ্জ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নুসরাত জাহান নেহা

রোলঃ 23090120312

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নারী শিক্ষায় ইসলামের অবদান ও চ্যালেঞ্জ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নুসরাত জাহান নেহা, আইডিঃ 23090120312 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নারী শিক্ষায় ইসলামের অবদান ও চ্যালেঞ্জ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

**নুসরাত জাহান নেহা**

আইডিঃ 23090120312

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

# সূচিপত্র

১.আদিকথা:....................................................................................................5

নারীশিক্ষা:....................................................................................................8

ইসলামে নারী শিক্ষার উদ্দেশ্য :....................................................................................11

ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্ব:.......................................................................................12

নবী (সা.)-এর যুগে নারী শিক্ষা :...................................................................................14

সাহাবীদের যুগে নারী শিক্ষা :.......................................................................................16

তাবেয়ীদের যুগে নারী শিক্ষা :......................................................................................16

উমাইয়া ও আব্বাসী যুগে নারী শিক্ষা : ...........................................................................17

মধ্যযুগে নারীশিক্ষার অবদান:.......................................................................................18

.ইসলামের সোনালী যুগে নারী শিক্ষাবিদদের অবদান:......................................................20

বর্তমান নারীশিক্ষা ব্যবস্থা :..........................................................................................24

নারী শিক্ষা ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ.............................................................................................26

শেষকথা: ....................................................................................................26

# ১.আদিকথা:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

নারী শিক্ষা মানব সমাজের উন্নতির এক অপরিহার্য দিক। একটি সমাজের সার্বিক অগ্রগতি অনেকাংশে নির্ভর করে তার নারী সমাজের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সচেতনতার ওপর। ইসলাম ধর্ম জ্ঞান অর্জনের এই ভিত্তিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনা অনুযায়ী, জ্ঞান অন্বেষণ করা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই সমানভাবে আবশ্যক। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলিম নারীরা জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ধর্মীয় শিক্ষায় যে অসাধারণ অবদান রেখেছেন, তা এর উজ্জ্বল প্রমাণ। কিন্তু, আধুনিক মুসলিম বিশ্বে নারী শিক্ষার পথে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ভুল ব্যাখ্যার কারণে কিছু চ্যালেঞ্জ দেখা যায়। আমার মূল লক্ষ্য হলো ইসলামে নারী শিক্ষার প্রকৃত অবস্থান, এর ঐতিহাসিক সাফল্য এবং বর্তমানে বিদ্যমান বাধাগুলো পর্যালোচনা করে একটি কার্যকর ও প্রগতিশীল সমাধান তুলে ধরার চেষ্টা করা ইনশাআল্লাহ।

**শিক্ষা সম্পর্কে ইসলাম:**

শিক্ষা, জ্ঞান ও বুদ্ধির মূল উৎস হলেন আল্লাহ। নবী ও রাসুলগণের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষের কাছে শিক্ষা ও জ্ঞান পৌঁছে। আল্লাহ হতে প্রাপ্ত শিক্ষা ও জ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধির উন্মেষ ঘটে। এভাবে বিকশিত বুদ্ধি দ্বারা মানুষ চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করতে থাকে। মানুষের সামনে তখন আল্লাহর সৃষ্টি রাজ্যে লুক্কায়িত অনেক রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। অজানা বহু বিষয় সম্পর্কে মানুষ জ্ঞান লাভ করে। সে অনেক কিছু আবিষ্কার করে এবং পৃথিবীকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলে। অতএব, আল্লাহ হতে প্রাপ্ত জ্ঞান বলেই মানুষ পৃথিবীকে সুশোভিত, সুসজ্জিত এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে সক্ষম হয়েছে।

মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম মানব জাতির আদি পিতা আদম (আ.)-কে সৃষ্টি রাজ্যের যাবতীয় জীবজন্তু, পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-তরু, আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর, বস্তু-পদার্থ প্রভৃতি সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান দান করেছিলেন। তার মগজে আল্লাহ সকল বিষয়ের মৌলিক জ্ঞানের বীজ রোপণ করেছিলেন। যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় আদম সন্তানেরা তাদের আদি পিতার মগজে রোপিত জ্ঞান উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে থাকে। বিদ্যা শিক্ষা এবং জ্ঞান সাধনার মাধ্যমে তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এ জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। আল্লাহর নিকট হতে সরাসরি প্রাপ্ত এ জ্ঞানের কারণেই আদম ও বনী আদম, ফেরেশতামণ্ডলী এবং সমগ্র সৃষ্টিকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। এ মর্মেই মহান আল্লাহ কালামে পাকে বলেছেন, ‘আর তিনি আদমকে নামসমূহ সব শিক্ষা দিলেন তারপর তা ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। সুতরাং বললেন, ‘তোমরা আমাকে এগুলোর নাম জানাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।’তারা বলল, ‘আপনি পবিত্র মহান। আপনি আমাদেরকে যা শিখিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।’

তাছাড়া লেখাপড়া বিদ্যা শিক্ষা এবং জ্ঞান অর্জনের আদেশ দান করে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন, ‘পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ‘আলাক থেকে। পড়, আর তোমার রব মহামহিম। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।’

বিশ্বমানবতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হলেন নবী ও রাসুলগণ। যুগে যুগে মানুষেরা তাদের মাধ্যমেই প্রকৃত শিক্ষা লাভ করেছে। নবী ও রাসুলগণের মধ্যে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন মুহাম্মদ (সা.)। মহান আল্লাহ তাকে সারা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে মনোনীত করেছেন। তার শিক্ষাদানের পাঠ্যসূচীও আল্লাহ পাকই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে মানুষকে আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো, তাদেরকে পবিত্র করা এবং কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া। এ মর্মে কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা দিয়ে বলেন, ‘তিনিই উম্মীদের মাঝে একজন রাসুল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যে তাদের কাছে তেলাওয়াত করে তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করে এবং তাদেরকে শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমাত। যদিও ইতঃপূর্বে তারা স্পষ্ট গোমরাহীতে ছিল।’

লেখাপড়া, বিদ্যা-শিক্ষা ও জ্ঞানানুশীলনের জন্য কিতাব বা গ্রন্থ অপরিহার্য। তাই মহান আল্লাহ বিশ্বনবী (সা.)-কে এ কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়ে ঘোষণা করলেন, ‘এই কিতাব, যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষকে তাদের রবের অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আন, পরাক্রমশালী সর্বপ্রশংসিতের পথের দিকে।’

নর-নারী নির্বিশেষে প্রত্যেকের জন্য লেখাপড়া করা, বিদ্যা শিক্ষা করা এবং জ্ঞান অন্বেষণ করা অপরিহার্য। কেননা এ ছাড়া মানুষের পূর্ণতা লাভের জন্য আর কোনো বিকল্প পথ নেই। সুতরাং এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশি তা আর ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

মহান আল্লাহ কালামে পাকে বলেছেন, ‘তিনি যাকে চান প্রজ্ঞা দান করে। আর যাকে প্রজ্ঞা দেয়া হয়, তাকে অনেক কল্যাণ দেয়া হয়। আর বিবেক সম্পন্নগণই উপদেশ গ্রহণ করে।’

আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদতের জন্যে। আর ইবাদতের সারবস্তু হলো আল্লাহর ভয়। যাদের হৃদয়ে আল্লাহর ভয় আছে, তারাই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ইবাদত করে। আর যারা জ্ঞানী, কেবল তারাই আল্লাহকে ভয় করে থাকে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, ‘বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে।’

মহান আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করে তাকে মনের ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতা দান করেছেন। আর সমগ্র মানবজাতির হেদায়াতের জন্য তিনি বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর কুরআন নাযিল করেছেন। নিঃসন্দেহে এটা বান্দার প্রতি তার অপার করুণার নিদর্শন। এ প্রসঙ্গে কুরআনে এসেছে, ‘পরম করুণাময়, তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তিনি তাকে শিখিয়েছেন ভাষা।’ যারা বিদ্যা শিক্ষা করে সঠিক জ্ঞান অর্জন করে কেবল তারাই সৃষ্টি রাজ্যের রহস্য উপলব্ধি করতে পারে। তারা অনেক অজানা বস্তুকে জানতে পারে। আর যারা বিদ্যা শিক্ষা করে না, তারা এ থেকে চির বঞ্চিত। কাজেই বিদ্বান ও মূর্খ কখনও সমান হতে পারে না। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ‘বল, ‘যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?’ যারা শিক্ষা অর্জন করে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়, তাদের সম্মুখে সৃষ্টি রাজ্যের রহস্যাবলীর দ্বার উম্মোচিত হয়। একমাত্র বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তিরাই এর সন্ধান পেয়ে থাকেন। মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে ঘোষণা করেছেন, ‘নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের বিবর্তনের মধ্যে রয়েছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য বহু নিদর্শন। তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং তোমাদের বর্ণের ভিন্নতা। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য। সুতরাং ঐগুলো তাদের বাড়িঘর, যা তাদের যুলমের কারণে বিরান হয়ে আছে। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে সে কওমের জন্য যারা জ্ঞান রাখে।’

মহান আল্লাহ উল্লেখিত আয়াতসমূহে বিদ্যা শিক্ষার গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা এবং অপরিহার্যতা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। জ্ঞান অন্বেষণের জন্য নানাভাবে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করার পর মানুষকে তিনি জ্ঞান লাভের জন্য তার কাছে প্রার্থনা করারও নির্দেশ দান করেছেন। তিনি বলেন, ‘আর আপনি বলুন, ‘হে প্রভু! আপনি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।’

কোনো বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করার পর অনেক শিক্ষার্থী গবেষণাকর্মে আত্মনিয়োগ করে। এ শ্রেণীর গবেষক শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মহান আল্লাহ বলেন, ‘আর তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য যারা চিন্তা করে।’

## নারীশিক্ষা:

শিক্ষাগ্রহণ মানুষের জন্মগত অধিকার ,স্বভাবত প্রয়োজন।এটাতে নারী পুরুষ ভেদাভেদের কিছু নেই।নারী শিক্ষা এ টার্মটাই বা কেন আলাদা একটি বিষয় হয়ে গেল সেটাও আলোচনার দাবি রাখে। পুরুষশিক্ষা টার্মটা তো কখনো আলাদাভাবে বলা হয়না। যাইহোক ,নারীদেরও নিজেদের জীবন অতিবাহিত করতে যতটুকো জ্ঞান দরকার তা অর্জন করা অবশ্য কর্তব্য এবং এর বাইরেও জ্ঞানার্জনের সুবিধা পাওয়া তাদের মৌলিক অধিকার।

**নারীশিক্ষায় ইসলাম:**

কুরআন ও হাদিসের আলোকে

ইসলামী দর্শনে নারী শিক্ষা কোনো ঐচ্ছিক বিষয় নয়, বরং এটি একটি মৌলিক অধিকার ও দায়িত্ব।

• কুরআনের নির্দেশনা:

কুরআনের প্রথম অবতীর্ণ আয়াত اقرأ (পড়ুন) কোনো নির্দিষ্ট লিঙ্গের জন্য নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি নির্দেশনা। এই আয়াত জ্ঞান অর্জনের প্রতি ইসলামের গভীর গুরুত্বের পরিচায়ক। এছাড়াও, কুরআনে বহু স্থানে জ্ঞানীদের মর্যাদা তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ؕ "যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে?" (সূরা যুমার, আয়াত: ৯)। এই আয়াত জ্ঞানের গুরুত্বকে সর্বজনীনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। যেসব গুণের জন্য ইসলাম পৃথিবীর মানুষের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীন হিসেবে পরিচিত, সমতা তার মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। ইসলাম নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের কথা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে ব্যক্ত করেছে। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কেউ সৎ কাজ করলে ও মুমিন হলে তারা জান্নাতে দাখিল হবে এবং তাদের প্রতি অনু পরিমাণও জুলুম করা হবে না।’ পরকালে জান্নাতের চির শান্তি লাভের উপায় হিসেবে দুনিয়াতে আমাদের জন্য নাযিল হয়েছে দ্বীন। সুতরাং ইলমে দ্বীন জানা প্রত্যেক নর নারীর উপর একান্ত জরুরি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন, ‘বল! যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।’

জ্ঞান চর্চা ও জ্ঞান বিকাশের পৃষ্ঠপোষকতা মুসলিমদের জন্য অবশ্য করণীয় বা ফরয। নারী পুরুষ ভেদে ইসলামের শিক্ষা (জ্ঞান অর্জন) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘ইলম তলব করা প্রত্যেক মুসলিমের (নর নারী) জন্য ফরয।’ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা নারী পুরুষ সকল বিশ্বাসীকে লক্ষ্য করে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে তিনি শুধু জ্ঞানার্জনের তাকীদই দেননি, জ্ঞানার্জনের মর্যাদার বিষয়টিও আল্-কুরআনে একাধিকবার ব্যবহার করেছেন,

‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে আর যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ্ তাদের সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন।’

জ্ঞানের মর্যাদা সম্পর্কে হাদীসে আরও বর্ণিত আছে, ‘যে ব্যক্তি ইলম তলব করার উদ্দেশ্যে কোনো পথ অবলম্বন করেছে আল্লাহ তা‘আলা তার দ্বারা তাকে বেহেশতের পথ সমূহের একটি পথে পৌঁছে দেন।’ এ উক্তিটি ভেবে দেখার মত। কেননা জ্ঞানীদের কঠোর পরিশ্রম, সাধনা, ত্যাগ ও ধৈর্যের ফলে দ্বীনী জ্ঞান বিজ্ঞান সংরক্ষিত হয়ে অনাগত ভবিষ্যত বংশধরদের নিকট পৌঁছায়।

নর নারী উভয়েরই বিদ্যা শিক্ষার অধিকার অবশ্যই আছে। আত্মিক উৎকর্ষ সাধন যা মানুষের সকল কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য এবং এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই জাগতিক উন্নতি ও কল্যাণ অর্জনের জন্য সে বিদ্যা ও জ্ঞান আদি নর নারীকে দেওয়া হয়েছিল। তার ওপর ভিত্তি করে চিন্তা, গবেষণা ও অনুশীলনের দ্বারা উত্তম জ্ঞান বুদ্ধিকে উত্তম কাজে লাগানোর স্বত্বাধিকার উভয়েরই আছে। বিদ্যা ও জ্ঞান অতি প্রয়োজনীয় বস্তু, এমনকি এটা ছাড়া মানুষ স্বীয় দ্বীনও সঠিকভাবে পালন করতে পারে না। তাই উত্তম দ্বীনী বিদ্যা ও জ্ঞানের বিষয় যদি সুদূর কোনো দেশেও থাকে, তবে সেখানে গিয়ে হলেও তা অর্জন করার তাকীদ রয়েছে। আর দ্বীনের ইলম যারা হাসিল করেনি তাদের আমলও সঠিক হয় না।

• হাদিসের নির্দেশনা:
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

"طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ"

"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর ফরজ।" এই হাদিসটি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য জ্ঞান অর্জনের বাধ্যবাধকতা তুলে ধরে। রাসুল (সা.) নিজ হাতে নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী আয়িশা (রা.) ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষিকা ও হাদিস বিশারদ, যার কাছ থেকে বহু সাহাবী জ্ঞান অর্জন করতেন।শিক্ষা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের নির্দেশনার পাশাপাশি হাদীসেরও সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। নবী (সা.) নিজেই নিজেকে একজন শিক্ষক হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। এছাড়াও মহান আল্লাহ তাকে মানবজাতিকে কিতাব, হিকমত, উত্তম চরিত্র ইত্যাদি শিক্ষা দেয়ার জন্য রাসুল হিসেবে মনোনীত করেছেন। তার নবুয়তী জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে যেসব বাণী বিধৃত হয়েছে সেগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো।–

আনাস (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলানের উপর ফরয বা অপরিহার্য।’

আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, মহান আল্লাহ তাদ্বারা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।’

আয়েশা (রা.) বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ ওহীযোগে আমাকে জানিয়েছেন, ‘যে ব্যক্তি বিদ্যাশিক্ষার জন্য কোনো পথ ধরে, আমি তার জন্য বেহেশতের পথ সুগম করে দেই।’

কাসীর ইবনে কায়েস বলেন, আবুদ্দারদা (রা.) বলেছেন যে, আমি রাসুল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, ‘যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য কোনো পথ গ্রহণ করে, মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতের একটি পথে পরিচালিত করেন।’

মুয়াবিয়া (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘‘মহান আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তিনি তাকে দীনি গভীর ‘ইলম দান করেন।’

শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো দীন ইসলামকে সঞ্জীবিত রাখা, ইবাদতের নিয়ম-কানুন জানা এবং সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা। ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ উদ্ধার করা, নিজের বাহাদুরী প্রকাশ করা এবং অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বিদ্যা শিক্ষা করা বৈধ নয়।

কাব ইবনে মালিক (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে জ্ঞান অন্বেষণ করে যে, আলিমদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, অথবা বোকা ও মূর্খ লোকদের সঙ্গে বিতর্ক করবে এবং লোকদের দৃষ্টি তার দিকে আকৃষ্ট করবে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।’

আবুদ্দারদা (রা.) বলেন, ‘কিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক দিয়ে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি বলে সাব্যস্ত হবে সেই আলিম, যার ইলমের দ্বারা কোনো কল্যাণ সাধিত হয় না।’

এছাড়াও জ্ঞানীদের সুউচ্চ মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীরা, এমনকি পানির নিচের মাছ। অজ্ঞ ইবাদত গুজারের তুলনায় জ্ঞানী ব্যক্তি ঠিক সেরকম মর্যাদাবান, যেমন পূর্ণিমার রাতের চাঁদ তারকারাজির উপর দীপ্তিমান। আর জ্ঞানীগণ নবীদের উত্তরাধিকারী।’

## ইসলামে নারী শিক্ষার উদ্দেশ্য :

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নারী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো একজন নারীকে একজন প্রকৃত মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা, যাতে তিনি নিজের জীবনকে ইসলামের বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করতে পারেন এবং সমাজ ও পরিবারে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারেন। এর মধ্যে শুধু ধর্মীয় জ্ঞান নয়, বরং এমন সব জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত যা তাকে একজন দায়িত্বশীল স্ত্রী, মা, এবং সমাজের একজন কার্যকর সদস্য হিসেবে তৈরি করে।

ইসলামে নারী শিক্ষার উদ্দেশ্যকে কয়েকটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়:

★ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন:

একজন নারীকে কোরআন, হাদিস, ফিকহ (ইসলামী আইন), এবং ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া। এর মাধ্যমে তিনি আল্লাহর বিধান সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাবেন এবং সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে পারবেন। এই জ্ঞান তাকে সঠিক-ভুল, হালাল-হারামের পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করবে।

★পারিবারিক ভূমিকা:

ইসলামে একজন নারীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো পরিবারে। শিক্ষা তাকে একজন ভালো স্ত্রী ও আদর্শ মা হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। একজন শিক্ষিত মা তার সন্তানদের সঠিকভাবে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারেন, যা একটি সুস্থ ও শক্তিশালী প্রজন্ম গঠনে অপরিহার্য।

★সামাজিক দায়িত্ব:

ইসলাম নারীকে সমাজের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে দেখতে চায়। শিক্ষা তাকে এমনভাবে প্রস্তুত করবে যাতে তিনি সমাজের কল্যাণে অবদান রাখতে পারেন। যেমন, একজন শিক্ষিত নারী সমাজের সমস্যাগুলো সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন এবং সেগুলো সমাধানের জন্য কাজ করতে পারেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে অনেক নারীই জ্ঞান অর্জন করে হাদিস বর্ণনা, শিক্ষা দান, এবং সমাজ সেবার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন।

★ব্যক্তিগত উন্নয়ন:

শিক্ষা একজন নারীর ব্যক্তিগত ও মানসিক উন্নয়নে সহায়তা করে। এটি তার আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং তাকে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার ক্ষমতা দেয়। জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে তিনি নিজের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন।

★পেশাগত যোগ্যতা:

যদিও ইসলামে নারীর প্রধান দায়িত্ব পরিবার, তবে তা তাকে বৈধ পেশা থেকে বিরত রাখে না। যদি প্রয়োজন হয়, নারী এমন পেশা গ্রহণ করতে পারেন যা তার মর্যাদা ও ইসলামী

বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শিক্ষা তাকে এই ধরনের পেশার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করে।

★শিক্ষার পরিধি:

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নারী শিক্ষার পরিধি ব্যাপক। এটি শুধু ধর্মীয় বিষয়ে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এতে বিজ্ঞান, সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, এবং অন্যান্য উপকারী জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম জ্ঞান অর্জনের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে এবং কোরআন ও হাদিসে জ্ঞানার্জনের জন্য নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করা হয়নি। নবী মুহাম্মদ (সা.) নিজেও নারীদের শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। সুতরাং, নারী শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো এমন একটি সুষম ব্যক্তিত্ব তৈরি করা যা ইহকাল ও পরকাল উভয় জীবনেই সফল হতে পারে।

## ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্ব:

শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করার জন্য নারী জাতিকে রাসুল (সা.) বহু হাদীসে তাকীদ দিয়েছেন। পুরুষদের জন্য শিক্ষা-দীক্ষাকে যেরূপ জরুরি মনে করা হয়েছে, নারীদের জন্যও তেমনি আবশ্যক মনে করা হয়েছে। পুরুষরা যেমন নবী (সা.)-এর নিকট তালীম গ্রহণ করতেন, তেমনি করতেন নারীরাও। শুধু সম্ভ্রান্ত নারীদেরকেই নয়, বরং দাসীদেরকেও শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বুখারী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘‘যার নিকট কোনো দাসী আছে এবং সে তাকে শিক্ষা দান করে, ভালভাবে সুশিক্ষার ব্যবস্থা করে, ভদ্রতা ও শালীনতা শিক্ষা দেয়, এবং মর্যাদা দান করে, তার জন্যে রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান।’

পুরুষ সাহাবীগণ যেমন রাসুল (সা.) থেকে দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতেন, তেমনি নারী সাহাবীগণও নিঃসংকোচে জ্ঞান অর্জন করতেন। সুতরাং সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যেমন পুরুষ মুফতী ছিলেন, তেমনি ছিলেন নারী মুফতী। উমর, আলী, যায়েদ ইবন সাবিত, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) প্রমুখ পুরুষ সাহাবীদের ন্যায় আয়েশা সিদ্দীকা, উম্মে সালমা, হাফসা (রা.) প্রমুখ নারী সাহাবীগণও ফতোয়ার গুরুদায়িত্ব পালন করতেন। মর্যাদাসম্পন্ন বহু পুরুষ সাহাবী তাদের নিকট ফতোয়া জিজ্ঞেস করতেন এবং তাদের ফতোয়া মেনে নিতেন।

তিরমিযী শরীফে আবূ মূসা (রা.) সূত্রে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, 'আমাদের মাঝে যখনই কোনো হাদীসের বিষয় নিয়ে সমস্যা দেখা দিত, আমরা তখনই আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) নিকট জিজ্ঞাসা করলে তার সমাধান পেয়ে যেতাম।

ইলমে দীন শিক্ষা লাভ করার জন্য ইসলাম নারী জাতিকে শুধু সুযোগই দেয়নি বরং ফরয করে দিয়েছে। পুরুষরা যেভাবে নবী (সা.)-এর নিকট 'ইলমে দীন শিক্ষা লাভ করতো, তেমনি নারীদের জন্যও 'ইলমে দীনের শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। নবী (সা.) ক্রীতদাসীদেরকেও শিক্ষা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দান করেছেন। ইমাম বুখারী (র.) তার সহীহ্ বুখারী গ্রন্থে নারী শিক্ষা সম্পর্কে পৃথক একটি শিরোনামও দিয়েছেন। যার বিশ্লেষণের দ্বারা নারী শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থারই গুরুত্ব বোঝা যায়। সাহাবা এবং তাবেয়ীদের যুগেও বিকল্প পন্থায় নারীদের ইসলামী শিক্ষার প্রচলন ছিল। সে যুগে নারীদের মধ্যে বড় বড় বিদূষী, বিজ্ঞানী এবং হাদীসবেত্তা বিদ্যমান ছিলেন। আয়েশা, আসমা, উম্মে দারদা, ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা.)প্রমুখ নারী সাহাবীদের 'ইলমে যোগ্যতা ও ইসলামী আইন বিদ্যা সম্পর্কে তাবাকাতে ইবনে সাদ এবং মুসনাদে আহমদে বিবরণ রয়েছে। আয়েশা (রা.) -এর নিকট হতে অনেক সাহাবী ও তাবে'য়ী দীনের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করতেন।

নবী (সা.) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। এ হাদীসে কুরআনের 'ইলম শিক্ষা করার জন্য বলা হয়েছে। আর এ শিক্ষা পুরুষদের ন্যায় নারীদের জন্য সমভাবে প্রয়োজন।

প্রখ্যাত জ্ঞানপ্রবর মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) বেহেশতী জেওর নামক গ্রন্থে লিখেছেন, 'এলাকার মুসলিম নারীদেরকে একত্র করে দীনি শিক্ষা দেওয়া একান্ত দরকার।' শুধু নামায রোযার আহকাম, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত ও সামান্য তাসবীহ-তাহলীল জানলেই ইসলামী জ্ঞানার্জন হলো না, বরং ইসলামী আকাইদ, ইবাদত, ব্যবহারিক জীবন ও সামাজিক জীবনের বিধি-বিধানের 'ইলম অর্জন করা এবং অপর মুসলিমকে শরীয়তের অনুসরণে সংশোধন করা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যই জরুরি। দীনের শিক্ষা ছাড়া বিধি-বিধানের সংস্কার সম্ভব নয়।

## নবী (সা.)-এর যুগে নারী শিক্ষা :

শিক্ষা গ্রহণ সকল নরনারীর অবশ্যই কর্তব্য। ইসলামের প্রথম যুগে মাদ্রাসা ও উচ্চ বিদ্যালয়ে মেয়েরাও অধ্যয়ন করতেন। মসজিদে স্ত্রী পুরুষ একই সঙ্গে নামায পড়তেন। তখনও অবস্থাসম্পন্ন লোকেরা গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত করে মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতেন। অথচ অজ্ঞতার যুগে নারীদের হেয় প্রতিপন্ন করা হত। তাই লেখাপড়া শেখানো ছিল কল্পনাতীত।

নবী (সা.) নারী-পুরুষের জন্য শিক্ষা ফরয ঘোষণা করেন। তিনি পুরুষদের যেভাবে তালিম দিতেন নারীদেরও অনুরূপভাবে শিক্ষা দিতেন। তিনি বিভিন্ন হাদীসে জ্ঞান অন্বেষণে উৎসাহ প্রদান করেছেন। তিনি নারীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। এ সময় তিনি কেবল তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতেন। ঈদের সময় দেখা যেত তিনি পুরুষদের সামনে ভাষণ শেষ করে নারীদের সমাবেশে চলে যেতেন এবং সেখানে বক্তব্য রাখতেন।

নারীদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য তিনি অভিভাবকদের বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন। শুধু আযাদ নারীই নয় ঘরের দাসী বাদীদেরও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করেননি। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান বা তিনটি বোনকে লালন-পালন করবে এবং তাদেরকে ভদ্রতা, শিষ্টাচার, উত্তম চালচলন ও আচার ব্যবহার শিক্ষা দিয়ে সাবলম্বী হতে সাহায্য করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দেবেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রাসুল (সা.), কেউ যদি দুজনের জন্য এরূপ করে? তিনি বললেন, দু’জনের জন্য এরূপ করলেও হবে।

পুরুষদের শিক্ষার পাশাপাশি নবী (সা.) নারী শিক্ষারও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সপ্তাহের একটি বিশেষ দিনে নারীদের নিকট বক্তৃতা করতেন এবং তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। সম্ভ্রান্ত নারীদের তো কথাই নেই। এমনকি দাসীদেরকেও শিক্ষা দান করার জন্য নবী (সা.) আদেশ করেছেন।

রাসুল (সা.) এর সময়ে যে সমস্ত জ্ঞান চর্চার মজলিস অনুষ্ঠিত হতো নারীরা অদূরে পর্দার অন্তরালে উপস্থিত থেকে তার উপকার লাভ করতেন। ইসলাম সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনই ছিল এসব মজলিসে তাদের উপস্থিত হওয়ার উদ্দেশ্য। অনেক নারী ছিলেন, যারা রাসুল (সা.)-এর মুখে কুরআন পাঠ শুনেই তা মুখস্থ করে ফেলতেন। কোনো সময়ে যদি তিনি মনে করতেন যে, নারীরা তার কথা ঠিকমত শুনতে পাননি, তা হলে তিনি পুনরাবৃত্তি করতেন।

আল্-কুরআনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশেষভাবে ঘরের নারীদের শিক্ষা দেয়ার জন্য নবী (সা.) পুরুষ সমাজকে নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলামী সমাজের নারীরা দ্বীন সম্পর্কে জরুরি জ্ঞান লাভ করুক রাসুল (সা.)-এর ছিল বাসনা এবং চেষ্টা। কেবল নীতিগত জ্ঞান শিক্ষা দেয়াই লক্ষ্য ছিল না। সেই সঙ্গে বিভিন্ন কারিগরী শিক্ষা দেওয়াও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ জন্য কেবল উপদেশ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি, আইনগত ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিলেন। পিতামাতা বা স্বামী যদি পারিবারিক পরিবেশে জরুরী দীনি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না করে, তা হলে ঘরের বাইরে গিয়েও সেই জ্ঞান লাভের সুযোগ নারীদের দিতে হবে, এই হচ্ছে ইসলামী আইনের বিধান। দীনি জ্ঞান লাভের জন্য নারীকে সুযোগ-সুবিধা দিতে গোটা সমাজই দায়িত্বশীল। এ পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা হলে তা দূর করতে হবে সমাজকেই। শুধু কিতাবী বিদ্যাই নারীদের জন্য যথেষ্ট নয়, তাদের চিন্তা-শক্তির উৎকর্ষ সাধন এবং অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে চিন্তা ও গবেষণার মাধমে নব-নব সত্য তত্ত্ব উদ্ঘাটনের জন্য তাদের মানসিক শক্তির বিকাশ সাধনের ব্যবস্থা করাও ইসলামী সমাজের কর্তব্য।

নবী (সা.) নারীর জন্য শিক্ষাকে সীমিত করে দেননি। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিয়েছেন, ‘যারা জ্ঞানী ও বিদ্যান তারা বলেন, আমরা এর (কুরআন) প্রতি ঈমান এনেছি এবং কেবল বিবেক সম্পন্ন লোকেরাই (কোনো জিনিস থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।’

সুতরাং আল্-কুরআনকে বুঝবার জন্যও ইসলামের অনুসারীদের বিদ্যা ও জ্ঞানার্জন করতে হবে। এখানে নবী (সা.) নারী পুরুষের ক্ষেত্রে পার্থক্য করেননি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, নবী (সা.) নারী শিক্ষার উপর অসাধারণ গুরুত্বারোপ করেছেন।

মহান আল্লাহ নবী (সা.)-এর স্ত্রীদেরকে জ্ঞান চর্চার নির্দেশ দান করে বলেন, ‘আর তোমাদের ঘরে আল্লাহর যে আয়াতসমূহ ও হিকতম পঠিত হয়- তা তোমরা স্মরণ রেখো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।’

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে নারী সমাজের মধ্যে ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়ার এমন অদম্য আকাঙ্খা ও উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছিল যে, সেজন্য তারা দিনরাত সবসময় ব্যতিব্যস্ত থাকতো। জ্ঞান আহরণের পথে কোনো বাধা ও প্রতিবন্ধকতা তাদেরকে নিরাশ ও ভগ্নোৎসাহ করতে পারতো না।

আনসারী নারীদের সম্পর্কে আয়েশা (রা.)বলেন, ‘আনসারী নারীরা কতই না ভাল! দীনের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে লজ্জা-শরম তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।’

## সাহাবীদের যুগে নারী শিক্ষা :

নবী (সা.)-এর পরবর্তীকালে সাহাবীগণ ব্যক্তিগতভাবে নারীদের চিন্তা ও কর্মের সংশোধনের জন্য ব্যাপক চেষ্টা-সাধনা করেছেন। একইভাবে তারা সমাজ সংস্কারের যে চেষ্টা-সাধনা করতেন তাতেও পুরুষদের সঙ্গে নারীরাও অন্তর্ভুক্ত থাকত। আয়েযা নাম্নী এক নারী সাহাবী আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বক্তৃতার উল্লেখ করে বলেছেন, 'আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে নারী ও পুরুষের উদ্দেশ্যে এই বলে নসীহত করতে দেখেছি যে, নারী পুরুষ নির্বিশেষে তোমাদের মধ্যে থেকে যেই ফিতনার যুগের মুখোমুখী হবে সে যেন নবী (সা.)-এর সাহাবাদের কর্মপন্থা দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করে।' ফলে পূর্বে যে নারীরা জ্ঞান ও সংস্কৃতির সঙ্গে একেবারেই অপরিচিত ছিল এখন তারা তার রক্ষক হয়ে দাঁড়ালো। চিন্তা ও সাহিত্যের জগতে যাদের কোনো অস্তিত্বই অনুভূত হতো না, এখন তারা জ্ঞান ও হিদায়াতের প্রদীপরূপে আত্মপ্রকাশ করলো।

আয়েশা (রা.)-এর বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞান সম্পর্কে তার ছাত্র উরওয়া ইবন্ যুবায়র (রা.) বলেছেন, 'আমি কুরআন, ইসলামের ফরযসমূহ, হালাল ও হারাম, কাব্য ও সাহিত্য, আরবদের ইতিহাস ও নসবনামা বিষয়ক জ্ঞানের ক্ষেত্রে আয়েশা (রা.)-এর চেয়ে অধিক জ্ঞানী লোক আর দেখিনি।'

## তাবেয়ীদের যুগে নারী শিক্ষা :

তাবেয়ীদের যুগে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ কাসিম ইবনু মুহাম্মদ (র.) ইমাম যুহরীকে বললেনঃ আমি তোমার মধ্যে জ্ঞান পিপাসা লক্ষ্য করছি। আমি কি তোমাকে জ্ঞানে পরিপূর্ণ একটি পাত্র দেখিয়ে দেব না? যুহরী বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বললেন, 'আমরাহ্ বিনতে আব্দুর রহমানের মজলিস কখনো ছেড়ে থেকো না। কারণ, তিনি আয়েশা (রা.)-এর কোলে লালিত-পালিত। অতএব, তিনি তার জ্ঞানের পূর্ণ উত্তরাধিকারিণী। ইমাম যুহরী (র.) বললেন, তার পরামর্শ অনুসারে আমি 'আমরাহ্ বিনতে আব্দুর রহমানের খিদমতে হাজির হলে জানতে পারলাম, প্রকৃতই তিনি জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার।

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (র.) উম্মে সালমা (রা.) সম্পর্কে লিখেছেন, 'উম্মে সালামা (রা.) পরিপক্ক বুদ্ধি ও সঠিক সিদ্ধান্তের অধিকারিণী ছিলেন।'

উম্মে সালামা (রা.)-এর কন্যা যায়নাব (রা.) সম্পর্কে ইবনু আব্দিল বার (র.) বলেন, 'তিনি তার যুগের সর্বাপেক্ষা বড় ফকীহদের অন্যতম ছিলেন।'

আবূ রাফে সায়িগ (র.) বলেন, 'যখনই আমি ফিকহ্ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ মদীনার কোনো নারীর কথা স্মরণ করি, তখনই যায়নাব বিনতে আবূ সালামার কথা মনে পড়ে যায়।'

উম্মুল হাসান নামে উম্মে সালামার একজন দাসী ছিলেন। তিনি এতই যোগ্যতার অধিকারিণী ছিলেন যে, মেয়েদের মধ্যে নিয়মিত দ্বীনের প্রচার ও ওয়াজ নসীহত করতেন।

উম্মূল মু'মিনীন সাফিয়্যা (রা.) সম্পর্কে ইমাম নববী (র.) বলেন, 'তিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানবতী ও বুদ্ধি বিবেচনার অধিকারিণী নারীদের একজন।'

আবুদ্দারদা (রা.)-এর স্ত্রী উম্মুদ্দারদা (রা.)-এর জ্ঞান ও মর্যাদা এত উচ্চ পর্যায়ের ছিল যে, ইমাম বুখারী (র.) তার আমলকে সহীহ্ বুখারী গ্রন্থে প্রমাণ ও উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'উম্মুদ্দারদা (রা.) একজন ফকীহ্ নারী ছিলেন। তিনি নামাযে পুরুষের মত করে বসতেন। তার এই আমল দলীল হিসেবে গণ্য।'

'তিনি বিবেক-বুদ্ধি, মর্যাদা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার অধিকারিণী নারীদের মধ্যে গণ্য হতেন। এছাড়া তিনি ছিলেন ইবাদতগুজার এবং মুত্তাকী।'

## উমাইয়া ও আব্বাসী যুগে নারী শিক্ষা :

উমাইয়া যুগে নারী শিক্ষার প্রতি যথোপযুক্ত দৃষ্টি প্রদান করা হতো। মুসায়েব এর স্ত্রী আয়েশা বিনতে সালেহ জোতির্বিদ্যা ও আরবের ইতিহাস সম্পর্কে এতখানি জ্ঞান লাভ করেন যে, একবার হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক তার জ্ঞানের গভীরতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে এক লাখ দিরহাম পুরস্কার দিয়েছিলেন। তার দ্বিতীয়া স্ত্রী সাবিনা বিনতে হুসাইন কবিতা ও সাহিত্যের এক উঁচু দরের সমালোচক ছিলেন যে, ফারাযদাকের মত কবিও তার প্রশংসা করেছিলেন। আব্দুল আযীয ইবনে মারওয়ানের কন্যা এবং ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিকের জ্ঞান প্রীতির কারণে তাদের বাড়িতে জ্ঞানী গুনী, কবি, সাহিত্যিক এবং ফকীহের আনাগোণা লেগেই থাকতো। আব্বাসীয় যুগের প্রথম দিকে নারীগণ সমাজে পুরুষের ন্যায় স্বাধীনতা ভোগ করতেন এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নারীদের প্রভূত প্রভাব ছিল। আবুল আব্বাস আস্ সাফফাহ এর স্ত্রী উম্মে সালমা, মাহদী মহিয়সী খায়জুরান, মাহদীর কন্যা উলাইয়া, হারুন-অর-রশীদের মহিয়সী জুবায়দা প্রমুখ নারী রাজকার্যে যথেষ্ট কর্তৃত্ব খাটাতেন। হারুনের মহিয়সী জুবায়দা উচ্চ গুণ সম্পন্না কবি ছিলেন। মামুনের মহিয়সী বুরান ছিলেন সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখিকা।

# মধ্যযুগে নারীশিক্ষার অবদান:

★প্রারম্ভিক ইসলামী যুগ:

ইসলামের আদিকাল থেকে, মহিলারা হাদীস সংরক্ষণ ও চাষাবাদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তারা মসজিদে নববীতে নামাজ ও খুতবায় যেতেন এবং জনসমাবেশে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। তার ওফাতের পর, সাহাবাগণ উম্মহাতুল মুমিনীনের কাছে যেতেন যারা তাদের জ্ঞান দিয়ে তাদের পথ দেখাতে কখনও লজ্জাবোধ করেননি। এ ব্যাপারে আয়েশা, হাফসা, উম্মে হাবিবা, মায়মুনাহ, উম্মে সালামাহ এবং সাফিয়া বিনতে হুয়ায়-এর নাম প্রসিদ্ধ (আল্লাহ তাদের সকলের সাথে খুশি, আমীন)। হাদিসের প্রধান বর্ণনাকারী হিসেবে ইসলামের ইতিহাসে আয়েশা রা.এর একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। তিনি আনসারী মহিলাদের প্রশংসা করেন যে উম্মাহর উপকার করে এমন মহিলাদের সম্পর্কিত সমস্যাগুলি জিজ্ঞাসা করার জন্য উন্মুক্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যান্য মহিলা সাহাবীরাও ইতিহাসে তাদের চিহ্ন রেখে গেছেন। উত্তরসূরিদের মধ্যে, নারীরা মুসলিম সভ্যতায় গতিশীল অবদান রেখেছেন।

◆ ◆ উম্ম-উদ-দারদা সুগরাহ(মৃত্যু:৮১/৭০০CE) ছিলেন একজন তাবেয়ী (যিনি ছিলেন মুসলিম অনুসারী এবং সাহাবার সমসাময়িক এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন) এবং ৭ম শতাব্দীর দামেস্কের একজন বিশিষ্ট আইনবিদ যাকে বলে মনে করা হয়। ইবনে সিরীন এবং হাসান আল-বাসারীর মতো বিশিষ্ট হাদীস বিশারদদের থেকেও উচ্চতর। তিনি খলিফা আবদ আল-মালিক ইবনে মারওয়ানের ফিকাহ শিক্ষক ছিলেন।

হাফসাহ বিনতে-সিরীন সাহাবী আনাস ইবনে মালিকের কাছ থেকে অনেক হাদীস শিখেছিলেন এবং তাফসীর ও কুরআন তেলাওয়াতে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন।

◆ ◆ আবিদাআল-মাদানিয়াহ

(অষ্টম শতাব্দীর পণ্ডিত) ছিলেন একজন মুক্তকৃত দাস এবং স্প্যানিশ হাদীস পণ্ডিত হাবিব দুহানের স্ত্রী। তিনি মদীনার মহান হাদীস বিশারদদের কাছ থেকে হাদীস মুখস্থ করে এবং তার শিক্ষকদের কর্তৃত্বে দশ হাজারেরও বেশি হাদীস বর্ণনা করে একটি বিশিষ্ট স্থান অর্জন করেছিলেন।

◆ ◆ ফাতিমা আল-বাতায়াহিয়াহ

৪ম শতাব্দীর একজন সুপরিচিত পন্ডিত ছিলেন এবং দামেস্কে সহীহ বুখারী পড়াতেন। তার বক্তৃতায় অংশ নিতে সে সময়ের নেতৃস্থানীয় পুরুষ আলেমরা দূরদূরান্ত থেকে আসতেন।

◆ ◆ আয়েশা বিনতে সাদ বিন আবি ওয়াকাস

তিনি এক বিখ্যাত সাহাবির কন্যা, এতই জ্ঞানী ছিলেন যে ইমাম মালিক, হাকিম ইবনে উতায়বা এবং আইয়ুব সাখতিয়ানি ছিলেন তার ছাত্রদের মধ্যে।

★দশম ও দ্বাদশ শতকে:

ইতিহাস সাক্ষী আছে যে অনেক ব্যতিক্রমী মহিলা যারা সমাজে অংশ নিয়েছিলেন এবং সক্রিয়ভাবে এটি সংস্কার করেছিলেন।

♦♦জয়নাব বিনতে কামাল,

দ্বাদশ শতাব্দীর একজন পণ্ডিত, হাদিসের 400 টিরও বেশি বই পড়ান। তার পাঠ্যের "উটের বোঝা" অসংখ্য ছাত্রকে আকৃষ্ট করেছিল। এই বুদ্ধিবৃত্তিক খ্যাতির সাথে, তার লিঙ্গ দামেস্কের উল্লেখযোগ্য একাডেমিক ইনস্টিটিউটে তার শিক্ষাদানে কোন বাধা ছিল না।

◆ ◆ফখর আন-নিসা উম্মে মুহাম্মাদ শুহদাহ আল-বাগদাদিয়াহ

তিনি ছিলেন বিখ্যাত হাদিস বিশারদ আবু নসর আহমদ ইবনে আল-ফারাজ আল-দিনাওয়ারির (মৃত্যু 574 হি) কন্যা। তিনি আব্বাসীয় যুগে ঐতিহ্যবাদীদের বংশধরদের মধ্যে ছিলেন। তিনি হাদীসে বাগ্মী এবং ক্যালিগ্রাফিতে পারদর্শী ছিলেন।

একইভাবে,

◆ ◆উম্মুল কিরাম কারিমা বিনতে আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাতেম আল-মারওয়াযিয়াহ (মৃত্যু ৪৬৫ হি.)

তিনি ছিলেন সহীহ বুখারীর একজন বিখ্যাত বর্ণনাকারী। তিনি কাউকে তার কাছ থেকে বর্ণনা করার অনুমতি দেবেন না যদি না তারা তার আসল কপির সাথে তুলনা করেন।

◆ ◆হুমায়দাহ বিনতে মুহাম্মদ শরীফ ইবনে শামস আদ-দ্বীন আল-আসবাহানিয়্যাহ (মৃত্যু 1087)

তার হাদিস লেখার জন্য পরিচিত ছিলেন যার মধ্যে শায়খ আল-তুসির আল-ইস্তিবসারের উপর তার প্রান্তিক নোট রয়েছে যা সাধারণত পণ্ডিতদের দ্বারা উল্লেখ করা হয়। তিনি হাদিস বর্ণনাকারীদের উপর রিজাল হুমায়দাহ নামে একটি বইও সংকলন করেন।

★ত্রিয়াদশ শতকের পর থেকে:

এই সময়কে হাদীসের পুনরুজ্জীবনের সময় বলে মনে করা হয়।

◆ ◆ফাতিমা বিনতে আল-জুজদানিয়াহ (মৃত্যু 524)

ছিলেন ইসফাহানের একজন অসামান্য হাদীস বিশারদ। দামেস্কের জয়নাব বিনতে উমর আল-কিন্দিও ছিলেন 13শ শতাব্দীর অন্যতম প্রখ্যাত ইসলামী পণ্ডিত। তিনি হাম্বলী মাযহাবের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশ কিছু ইজাজ অর্জন করেছিলেন, বিশেষ করে হাদীস। তিনি সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, মুওয়াত্তা মালিক, আল-তিরমিযীর শামাইল এবং আল-তাহাভীর শরাহ মা'আনি আল-আতহারের মতো বই পড়াতেন। বিখ্যাত উত্তর আফ্রিকার

পর্যটক ইবনে-বতুতা (মৃত্যু 1369), তাজুল-দিন আল-সুবকি (মৃত্যু 1355) এবং আদ-ধাহাবি (মৃত্যু 1348) তার ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন। ইবনে হাজার আল-আসকালানির (মৃত্যু 1448) অসংখ্য ইসনাদে তার নাম পাওয়া যায়।

সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানগুলির মধ্যে,,

◆ ◆উম্মে সালামাহ আস-সালাফিয়াহ,

ইয়েমেনের একজন স্থানীয় পণ্ডিত। তিনি শায়খ মুকবিল ইবনে হাদির স্ত্রী, একজন প্রয়াত ইয়েমেনি আলেম এবং দাম্মাজের মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি আত-তিহফাত আস-সুন্নিয়া, আল-মুতামামা, আল-বাইত আল-হাদিস, আল-কওলুল-মুফিদ ইত্যাদি থেকে মুখস্থ ও ব্যাখ্যা অধ্যয়নের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। আল-আদাব আল-মুফরাদে তার কাজ বর্ণনার শৃঙ্খলে বর্ণনাকারীদের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করে। তিনি হাদীসের ফিকহ এবং সূত্রের প্রমাণীকরণ থেকে উপকারী পয়েন্টগুলিও তুলে ধরেন। তার মেয়ে আয়েশা বিনতে মুকবিল, আল-ওয়াদিইয়াহ একজন শক্তিশালী গবেষক যিনি ইবনে হাজারের বুলগ আল-মারামের উপর মূল্যবান ভাষ্য দিয়েছেন।

## .ইসলামের সোনালী যুগে নারী শিক্ষাবিদদের অবদান:

ইসলামের প্রাথমিক ও মধ্যযুগে নারীরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অসাধারণ অবদান রেখেছেন।জ্ঞান চর্চায় নারীদের মধ্যে আয়েশা (রা.)-এর নাম সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তিনি কুরআন, হাদীস ইসলামী আইন প্রভৃতি বিষয়ে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। যে আট জন সাহাবী সর্বাধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে আয়েশা (রা.) তৃতীয়। অনেক বিশিষ্ট সাহাবী ও তাবিয়ী তার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। 'আসমাউর রিজাল' নামক গ্রন্থগুলোতে নবী (সা.)-এর লক্ষাধিক সাহাবীর মধ্যে এক হাজার সাহাবীর জীবন বৃত্তান্ত লেখা হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৫০ জন নারী। এ থেকে অনুমান করা যায় তৎকালে নারী শিক্ষার উপর কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

নবী (সা.) এর স্ত্রী হাফসা (রা.)-এর নারীর নিকট লিখন পদ্ধতি শিক্ষা করতেন। বালাযুরী বলেন, আব্দুল্লাহর কন্যা আশ-শিফা ইসলামের পূর্বে লিখন পদ্ধতি শিখেছিলেন। তিনি আরও বলেন, ইসলামের প্রাথমিককালে মক্কায় যে ১৭ জন লেখাপড়া জানতেন, তাদের মধ্যে ৫ জন নারী ছিলেন। তিনি শুধু নারীদের নয় পুরুষদেরও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, বড় বড় সাহাবী ও তাবিয়ী তার নিকট হতে হাদীস, তাফসীর ও জরুরী মাসায়েল শিখতেন। হাদীসে এসেছে, 'আবু মুসা বলেন, আমরা রাসূলের সাহাবীগণ যখনই কোনো সমস্যায় পতিত হয়ে আয়েশা (রা.)কে জিজ্ঞাসা করেছি তখনই তার নিকট থেকে সেই বিষয়ে ইলম্ লাভ করেছি।

★ হাদিস শাস্ত্রে:
ইসলামের শুরু থেকে পরবর্তীতে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত নারীদের দ্বারা হাদীস সংরক্ষণ, হাদীস চর্চা, গবেষণা, শিক্ষাদান প্রভৃতি চলছে। মুসলিম ইতিহাসে সর্বদাই কিছু বিখ্যাত হাদীসবেত্তা নারীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। জীবন-চরিত সম্বন্ধীয় অভিধানে এরূপ অনেক মুসলিম নারীর সন্ধান পাওয়া যায়।

নবী (সা.) সময়ে এবং পরে অনেক নারী সাহাবী বিশেষ করে নবী (সা.)-এর স্ত্রীগণ হাদীস বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও প্রচারে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। নবী (সা.)-এর স্ত্রীদের মধ্যে আয়েশা, হাফসা, উম্মে হাবীবা, মায়মূনা এবং উম্মে সালামা (রা.) প্রতিটি হাদীসের ছাত্র-ছাত্রীর নিকট স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যধারী হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে পরিচিত।

তাবি'য়ীদের যুগে ইবনু সিরীনের কন্যা হাফসা, উম্মে আবূ দারদা এবং 'আমরাহ্ বিনতে আব্দির রহমান গুরুত্বপূর্ণ হাদীসবেত্তা হিসেবে পরিচিত। আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসের অন্যতম বিশেষজ্ঞ হচ্ছেন 'আমরাহ্ (র.)। তার এক ছাত্র হচ্ছেন আবূ বকর ইবনে হাযম যিনি মদীনার প্রসিদ্ধ বিচারক ছিলেন, যিনি 'আমরাহ্ এর বর্ণিত সকল হাদীস লিখে ফেলার জন্য তৎকালীন খলীফা উমর ইবন আব্দিল আযীয (র.) কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিলেন।

এদের পরে 'আবিদা, 'আবদা ইবন বিশর, উম্মে 'উমর, যয়নাব, নফিসা, খাদীজা, 'আবদা বিনতে 'আব্দুর রহমান এবং আরো অনেক নারী হাদীসের উপর বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন এবং তারা হাদীস শিক্ষা দিতেন। এসব নারীরা বিভিন্ন পরিবেশ থেকেই এসেছেন। যেমন আবিদা একজন দাসী ছিলেন এবং এ অবস্থায় থেকেই তিনি মদীনার শিক্ষকদের নিকট হাদীস চর্চা করেন। এটা বলা হয় যে, তিনি দশ সহস্রাধিক হাদীসকে তার শিক্ষকদের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন।

নবী (সা.)-এর হাদীস চর্চায় নারীরা পুরুষের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন। এ ব্যাপারে পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, সকল গুরুত্বপূর্ণ হাদীস সংগ্রাহক অনেক নারী থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছেন। প্রতিটি প্রধান সংগ্রহে অনেক নারীর নাম রয়েছে।

চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতে আমরা ফাতিমা বিনতে আব্দির রহমান, ফাতিমা (আবূ দাউদের নাতনী), আমাত আল্-ওয়াহিদ (বিখ্যাত আইনবিদ আল্-মুহামিলির কন্যা), উম্মে আল্-ফাৎহ আমাত আস্-সালাম (বিচারক আবূ বকর আহমদের কন্যা), জুমু'আ বিন্তে আহমদ ও আরো

অনেক বিদূষীর পরিচয় পাই যাঁদের ক্লাসে সর্বদাই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শ্রোতা উপস্থিত থাকত।

এ ধারা ৫ম ও ৬ষ্ঠ হিজরী সন পর্যন্ত চালু ছিল। ফাতিমা ইবন আল্-হাসান শুধু তার তাকওয়ার জন্যই পরিচিত ছিলেন না বরং হাদীস ও এর ইসনাদের গুণাগুণ বিচারে তার জ্ঞানের প্রখরতার জন্যও পরিচিত ছিলেন। তার চেয়েও বেশি পরিচিত ছিলেন কারিমা আল্-মারওয়াযিয়্যা। তিনি ঐ সময়ে সহীহ্ আল্-বুখারীর সর্বোত্তম Authority হিসেবে পরিচিত ছিলেন। আল্-খতিব আল্-বাগদাদী ও আল্-হুমাইদী তার অন্যতম ছাত্র ছিলেন।

শুহাদা একজন বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার, অত্যন্ত সম্মানিত ও নির্ভরযোগ্য হাদীসবিদ ছিলেন। জীবনী লেখকগণ তার পরিচয় দেন এভাবে- তিনি ক্যালিগ্রাফার ও বিখ্যাত হাদীসের বর্ণনাকারী এবং নারী জগতের জন্য গর্ব ছিলেন। তার পিতা আবূ নাসর স্বীয় কন্যাকে গভীরভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দিয়েছেন এবং অনেক প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদদের অধীনে শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করেছিলেন। সহীহ্ আল্-বুখারী ও অন্যান্য হাদীস সংগ্রহ হতে তার বক্তৃতামালা শুনতে অনেক জ্ঞানপিপাসু জমায়েত হত; এমনকি কেউ কেউ তার ছাত্র না হওয়া সত্ত্বেও তার ছাত্র হবার মিথ্যা দাবী করত। সিইত আল্-ওজারা শুধু ইসলামী আইনের উপরই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন নি, তিনি ‘তার সময়ের মুসনিদা’ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। হিজাযের হাদীসের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত উম্মে আল্-খায়ের আমাত আল্-খালিক এভাবে বিভিন্ন ক্লাস পরিচালনা করতেন।

অন্যদিকে উম্মে আল্-খায়ের ফাতিমা এবং ফাতিমা আল্-শাহরাজুরিয়া সহীহ্ মুসলিম-এর উপর লেকচার দিতেন। ফাতিমা আল্-জাওযানিয়া তাবরানী থেকে তার ছাত্রদের পড়াতেন। যয়নাব ইমাম আহমেদ ইবন হাম্বলের ‘মুসনাদ' থেকে পড়াতেন। সেখানে অনেক ছাত্র আকৃষ্ট হয়ে তার বক্তৃতা শুনত। জুওয়াইরিয়া বিনতে উমর এবং যয়নাব বিনতে আহমদ ইবনে উমর, আদ্-দারেমী ও আবদ ইবনে হুমাইদ এর হাদীস সংকলন হতে বর্ণনা করতেন।

বিস্ময়ের কথা হচ্ছে, পরিব্রাজক ইবনে বতুতা দামেশকে থাকার সময় যয়নাব বিনতে আহমদ ও অন্যান্য শিক্ষিকার নিকট হাদীসের বিদ্যা লাভ করেন। দামেশকের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে আসাকির বলেন, তিনি ১২০ জন পুরুষ ও ৮০ জন নারীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। সুয়ূতী ইমাম শাফে‘য়ীর ‘রিসালাহ্’ গ্রন্থটি হাজার বিনতে মুহাম্মদের কাছে অধ্যয়ন করেন।

এ ছাড়াও যয়নাব বিনতে আল শা’রি একাধিক প্রসিদ্ধ হাদিসবেত্তা থেকে হাদীস অধ্যয়ন করেন এবং পরে ছাত্রদেরকে এসব শিক্ষা দেন যাদের কেউ কেউ পরে খ্যাতি লাভ করেন।

যেমন সুপরিচিত জীবন চরিত সম্বন্ধীয় অভিধান ‘ওয়াফাত আল্-‘আ’ইয়ান’ এর লেখক ইবনে খাল্লিকান তার ছাত্র। আরেকজন হচ্ছেন কারিমা যাকে তার সময়ে সিরিয়ার শ্রেষ্ঠ হাদীসবেত্তা হিসেবে ধরা হয়। ইবনে হাজার তার ‘আল্-দুরার আল্-কামেনা’ গ্রন্থে ৮ম শতাব্দীর ১৭০ জন প্রখ্যাত নারীর সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করেন। যাঁদের অধিকাংশই হাদীসবিদ ছিলেন এবং যাঁদের অনেকের অধীনে তিনি নিজে পড়াশোনা করেছেন। এসব মহীয়সী নারীর কয়েকজন আবার ঐ সময়ের সবচেয়ে জ্ঞানী হাদীস বিশারদ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ জুয়াইরিয়া বিনতে আহমদ-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যিনি পুরুষ ও নারী উভয় রকমের পণ্ডিতদের নিকট থেকে হাদীস অধ্যয়ন করেছেন এবং তিনি নিজেও ঐ সময়ের বড় বড় মাদরাসায় শিক্ষকতা করেছেন।

ইবনে হাজার (র.) এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘আমার নিজের কিছু শিক্ষক এবং সমসাময়িক অনেকেই তার বক্তৃতামালা শুনতেন।’ আয়েশা বিনতে আবদ আল্-হাদী দীর্ঘদিন ইবনে হাজারের শিক্ষক ছিলেন। তাকে তার সময়ের সর্বোচ্চ মানের হাদীসবিদ হিসেবে গণ্য করা হত এবং অনেক ছাত্রই দীর্ঘ পথ সফর করে তার কাছে দ্বীনের সত্যজ্ঞান লাভ করতে ছুটে আসত।

নবম শতাব্দীতে হাদীসে নারী বিশেষজ্ঞদের সকল তথ্য পাওয়া যাবে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান আল্-সাখাবী রচিত “আদ-দ্বাউ উল-লামে‘ ” গ্রন্থে। এছাড়াও আবদ আল্-আযীয ইবনে উমর তার ‘মু’জাম আল-শুয়ূখ’ গ্রন্থটিতে ১৩০ জন নারী স্কলারহ ১১০০-এর বেশী লেখকের শিক্ষকদের নাম উল্লেখ করেছেন। এসব নারীদের কেউ কেউ হাদীসবিদ্যায় বেশ পাণ্ডিত্য অর্জন করে ঐ সময়ে প্রখ্যাত ছিলেন। তন্মধ্যে উম্মে হানী, মারিয়াম উল্লেখযোগ্য। যিনি তার শৈশবেই কুরআনের হাফেযা হয়ে যান এবং ইসলামের থিওলজি, আইন, ইতিহাস ও ব্যাকরণে বিশদ জ্ঞান লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি হাদীস শাস্ত্রে গভীরতা লাভের প্রত্যাশায় কায়রো ও মক্কা শহরে গিয়ে ঐ সময়ের শ্রেষ্ঠ হাদীসবেত্তাদের থেকে জ্ঞান লাভ করেন। তিনি এতটাই দ্বীনদার ছিলেন যে, ন্যূনপক্ষে ১৩ বার হজ্জ সম্পাদন করেন। তিনি কায়রোর বিখ্যাত কলেজে ব্যাপক প্রোগ্রাম পরিচালনা করেন। অনেক স্কলারকে ‘ইজাযত্’ (তার পক্ষ থেকে হাদীস প্রচারের অনুমতি) প্রদান করেন।

তার সমসাময়িক সিরিয়ার বাই খাতুন হাদীস শাস্ত্রে অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকার নিকট হতে ‘ইজাযত’ পেয়েছিলেন। তিনি নিজেও পরবর্তীতে এ বিষয়ে সিরিয়া ও কায়রোতে অনেক বক্তব্য রাখেন। আয়েশা ইবন ইবরাহীম ও মক্কার উম্মে আল্-খায়ের সাঈদা উভয়েই দামেশক, কায়রোসহ অন্যান্য শহরে জ্ঞানার্জনের জন্য গমন করেন এবং পরবর্তীতে তারা বিভিন্ন শহরে সুনামের সঙ্গে অন্যদেরকে শিক্ষা দেন।

আয়িশা (রা.) ছিলেন সাতজন প্রসিদ্ধ হাদিস বর্ণনাকারীর মধ্যে অন্যতম। তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ২,২১০টি। এছাড়া, ফাতেমা আল-বাতাহিয়্যা, যয়নব বিনতে সুলাইমান এবং শিফা বিনতে আবদুল্লাহ-এর মতো অনেক নারী হাদিস ও ফিকাহ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান রাখতেন।

• চিকিৎসা ও বিজ্ঞান: আল-শিফা বিনতে আবদুল্লাহ চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষ করে কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসায় পারদর্শী ছিলেন।

• শিক্ষা ও পাঠদান: মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে নারীরা মাদ্রাসা ও শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতেন। ফাতেমা আল-ফিহরি, যিনি বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অন্যতম 'আল-কারাওইন' প্রতিষ্ঠা করেন, ছিলেন এর জ্বলন্ত উদাহরণ।ফাতিমা আল্-জুযাইলিয়া অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারিণী ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি মক্কায় অবস্থান করেন এবং সেখানে সমৃদ্ধ এক পাবলিক লাইব্রেরী গড়ে তোলেন। পবিত্র মক্কা শহরে তিনি হাদীসের উপর লেকচার দিতেন এবং অনেকেই তাতে অংশগ্রহণ শেষে তার নিকট হতে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতেন।

## বর্তমান নারীশিক্ষা ব্যবস্থা :

বর্তমান যুগের নারীদের শিক্ষাব্যবস্থা বেশিরভাগই অনৈসলামিক।যার ফলে ইসলাম যেভাবে নারীদের শিক্ষা আশা করে তদনুরূপ নারীরা শিক্ষিত হতে পারছেনা বিধায় শিক্ষিত হয়েও তারা ধর্মের শিক্ষা থেকে ছিটকে পড়ে নারীবাদীদের দলে যুক্ত হচ্ছে। এর অনেকগুলো কারণের মধ্যে প্রধান যে দুটি কারণ দায়ী তা হলো-

★ ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা:

যে শিক্ষাব্যবস্থায় দ্বীন ইসলামের কোনো ছোয়া নেই শুধুই দুনিয়াবি শিক্ষা ,সে শিক্ষা নারীকে আলোকিত করতে পারেনা।এ শিক্ষা শুধু দুনিয়া শেখাবে আর কিছুইনা। এটা শরীয়তসম্মত নয়।দূর্ভাগ্যবশত এ শিক্ষাই আমাদের দেশের স্কুল কলেজ ভার্সিটির নারীরা আয়ত্ত্ব করছে। অথচ মধ্যযুগের নারীদের শিক্ষা কত আলাদা ছিল। তারা দুনিয়ায় জাগতিক জ্ঞানের পাশাপাশি দ্বীনি জ্ঞানেও পারদর্শী ছিলেন। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে, তদ্বারা তাকে আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ মাতা এবং আদর্শ গৃহিনীরূপে গড়ে তোলা হবে। যেহেতু তার কর্মক্ষেত্র গৃহ, সেহেতু তাকে এমন শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন যা এ ক্ষেত্রে তাকে অধিকতর উপযোগী করে তুলতে পারে। এ ছাড়া তার জন্য ঐ সকল বিদ্যা-শিক্ষারও প্রয়োজন যা মানুষকে প্রকৃত মানুষ রূপে গড়ে তুলতে, তার চরিত্র গঠন করতে এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রশস্ত করতে পারে। এই ধরনের শিক্ষা-দীক্ষা প্রত্যেক নারীর জন্য অপরিহার্য। এরপর কোনো নারী

যদি অসাধারণ প্রজ্ঞা ও মানসিক যোগ্যতার অধিকারিণী হয় এবং এ সকল মৌলিক শিক্ষা-দীক্ষার পরও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে চায়, তাহলে ইসলাম তার পথে প্রতিবন্ধক হবে না। তবে শর্ত হলো, কোনো অবস্থায়ই সে শরীআতে নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করবে না। শরীআতের গণ্ডির মধ্যে থেকে তাকে উচ্চ শিক্ষালাভে ব্রতী হতে হবে।

★সহশিক্ষা ব্যবস্থা :

বর্তমান যুগের মুসলিম নারীরা মধ্যযুগীয় নারীদের মতো ধার্মিকতা আর দুনিয়াবি শিক্ষায় সমানতালে এগিয়ে যেতে পারছেনা কারণ তারা সহশিক্ষায় শিক্ষিত। নারী পুরুষ একসাথে পর্দাহীনভাবে জ্ঞান অর্জন ইসলাম সমর্থন করেনা।কোনো তরুণ-তরুণী যুগলকে যদি অবাধ মেলামেশা ও সহাবস্থানের সুযোগ করে দিয়ে বলা হয়, তোমরা কেউ কারো প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না- তাহলে এ উপদেশও কখনও ফলপ্রসূ হতে পারে না। সহশিক্ষার কুফল কি হতে পারে তা আর ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। সহশিক্ষা ব্যবস্থা গোটা মানবজাতিকে যে অকল্যাণ, অবক্ষয় এবং অশান্তি দান করেছে তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেও মানুষ এ থেকে মুক্তির কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছে না। কারণ, মানব রচিত আইনে এ সমস্যার কোনো সমাধান নেই। আছে শুধু সমস্যা বৃদ্ধির অসংখ্য উপায়। সহশিক্ষা ব্যবস্থা মানব জাতির যে ভয়াবহ ও অপূরণীয় ক্ষতি করেছে তন্মধ্যে নৈতিক চরিত্রের অবনতি, দাম্পত্য জীবনে চরম অশান্তি, অসামাজিক ক্রিয়াকর্ম, যৌতুক প্রথা, তালাক, নারী ধর্ষণ, নারী হত্যা, মাদকদ্রব্যের অবাধ ব্যবহার, অযোগ্য সন্তানের প্রাদুর্ভাব, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সহশিক্ষার কারণে নৈতিক চরিত্রের যে অবনতি ও অবক্ষয় হয়েছে তা বর্ণনাতীত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলেমেয়েরা অবাধ মেলামেশার সুযোগ পায়। ফলে তারা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে। সহশিক্ষার কুফল হলো দাম্পত্য জীবনে অশান্তি। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রত্যেক ছেলে ও মেয়ে বহু ছেলেমেয়ের সঙ্গে অবাধে কথা বলার এবং যথেচ্ছা মেলামেশার করা সুযোগ পায়। এ অভ্যাসের কারণে সহপাঠী ও সহপাঠিনী ছাড়াও বাইরের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাদের অবাধ মেলামেশা চলে। এদের মধ্যে যার সঙ্গে তথাকথিত প্রেম জমে ওঠে, তার সঙ্গে বিয়ে না হলে, বিবাহিত জীবনে স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে মেনে নিতে পারে না। সারা জীবন চলে পরস্পরের মধ্যে ভুল বোঝাবোঝি। কেউ কাউকে বরদাশত্ করতে পারে না। আবার প্রেমের বিয়ে হলে পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণের চেয়ে বিকর্ষণই ঘটে বেশি। এভাবেই সৃষ্টি হয় গরমিল আর পরিণামে ঘটে মর্মান্তিক ঘটনা- তালাক। সহশিক্ষার বদৌলতে মেলামেশার কারণে একই সময়ে একজন তরুণ কিংবা তরুণী অনেকের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার সুযোগ পায়। একই নারী বা পুরুষকে নিয়ে চলে প্রতিযোগিতা। কেউ আবার একজনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের পর তাকে বাদ দিয়ে অপর একজনকে পেতে চায়। এর ফলে শুরু হয় রেষারেষি, এসিড নিক্ষেপ, খুন-খারাবি ইত্যাদি।

গোটা জাতিকে আল্লাহর গযব, অপূরণীয় ক্ষতি, ধ্বংস এবং বিপর্যয় থেকে সর্বস্তরে পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা জাতীয় কর্তব্য।

## নারী শিক্ষা ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ

- **বৈষম্য ও ভুল ব্যাখ্যা:** কিছু ক্ষেত্রে, বিশেষ করে আধুনিক যুগে, নারী শিক্ষার প্রতি বৈষম্য দেখা যায় এবং কিছু ধর্মীয় বিধি-বিধানের ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়।
- **সহশিক্ষা:** কিছু গোষ্ঠী সহশিক্ষার বিরোধিতা করে, যা নারীর শিক্ষাকে সীমিত করে।
- **নিরাপত্তার অভাব:** আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারীদের সুরক্ষার অভাবও একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
- **বাধা ও প্রতিকূলতা:** সঠিক ধর্মীয় নীতি অনুসরণের পাশাপাশি, নারীরা অনেক সময় নিজেদের সামর্থ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনে বাধ্য হন, যা তাদের অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে।

## শেষকথা:

পরিশেষে এটাই বলা যায় ,নারীশিক্ষায় ইসলাম কোনো বাধা না বরং অনুপ্রেরণা।যে শিক্ষাই নারী গ্রহণ করুক না কেন সেটা ইসলামসম্মত হলে যতই চ্যালেঞ্জ সমাজ ছুড়ে দিক,দিনশেষে ওই নারীই সফল। দুনিয়াতে এই সফলতা দেখা যাক আর না যাক আখিরাতে অবশ্যই অই সফলতা দেখা দিবে যদি শিক্ষার্জনের সাথে আমল ও থাকে।